অ্যাসাইনমেন্ট

প্রশ্ন বিদ্রোহী কবিতার আলোকে কবির বিদ্রোহী সত্তার স্বরূপ নির্ধারণ এবং বর্তমান সময়ে কবিতাটির প্রাসঙ্গিকতা যাচাই।

⇒সংকেত সমূহের সমাধান:

১ বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজেকে যে যে রূপে উপস্থাপন করেছেন:

—বিদ্রোহী কবিতায় কবি কাজি নজরুল ইসলামের বিদ্রোহীচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় এবং পশ্চিম এশীয় পুরাণও ইতিহাসের আধার থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নজরুল এখানে প্রবল বিদ্রোহবাণী উচ্চারণ করেছেন। নজরুল বিদ্রোহ করেছেন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, শৃঙ্খল মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

কাজী নজরুল এই কবিতায় প্রথম প্রসঙ্গত উপস্থাপন করেছেন মহাবিশ্ব, মহাকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারা, দ্যুলোক, খোদার আসন, বিশ্ববিধাতা, চির-বিস্ময়, রুদ্র ও দীপ্ত জয়শ্রীর কথা। বক্তব্যের অন্তর্বয়িত অনুক্রম অনুযায়ী কবিতাটিকে মোট দশটি ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে 'আমি'-র শক্তিমত্তার পাশাপাশি বিজয়ের প্রত্যয় নিনাদিত। আর এই বিজয়ের জন্য প্রয়োজন, আঘাতকারীর, আমি-র ধ্বংসাত্মক রূপ, যা কবিতার ১১ থেকে ২৭ পঙক্তি পর্যন্ত বর্ণিত: আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি, আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই তাহা চূর্ণি।

আমি এমন এক মুক্ত জীবনানন্দ, যে বায়ুর সাথে গোলাগোলি করে, আবার মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে, কিন্তু মিলনের আকাঙ্খার পরবর্তী দুই পঙক্তিতে 'আমি' আবার মহামারী, ভীতি, শাসন-ত্রাসন ও সংহার রূপে আবির্ভূত, তারপর ৪র্থ তম পঙক্তিতে আছে সেই জাদুকরী সরল স্বীকারোক্তি:

"মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশি,
আর এক হাতে আছে রণতূর্য"।

২। কবিতায় যেসব ঐতিহ্য ও পুরানের ব্যবহার করা হয়েছে:
—বিদ্রোহী কবিতায় ছত্রে ছত্রে পৌরানিক রূপকের ব্যবহার যেটো-টায় যথার্থ যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নাই। এই কবিতায় যেসব ঐতিহ্য ও পুরানের ব্যবহার করা হয়েছে তা ধাপে ধাপে বর্ননা করা হলো:
ভূলোক মানে পৃথিবী, দ্যুলোক মানে স্বর্গ, গোলোক মানে বিষ্ণুলোক অর্থাৎ স্বর্গে বিষ্ণুর অবস্থান, ঋগ্বেদে রুদ্র বজ্রের দেবতা, গ্রীক মিথের 'থর' এর মতো ক্ষেপে গেলে বজ্র ছুড়ে মারেন, ইনি ব্রহ্মার পুত্র, মহাদেব মহাপ্রলয়ের সময় তান্ডবনৃত্য নেচেছিলেন। গজাসুর ও কালাসুরকে বধ করতে তিনি তান্ডব নৃত্য করেছেন। তাই তাকে নটরাজ ডাকা হয়।

রাজা বেন এর মৃত্যুর পর তার ডান বাহু থেকে তার পুত্র পৃথুর জন্ম। প্রজা কল্যানার্থে পৃথু পৃথিবীকে বধ করেন। তার রাজত্বকে বলা হয় পৃথু।

চেঙ্গিস খান ছিলেন মঙ্গোলিয়ান সম্রাট এবং দুর্ধর্ষ সমরনায়ক তিনি অর্ধেক পৃথিবী জয় করেন। ইসলাম ধর্মমতে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয় শুরুর আগে ইস্রাফিল (আঃ) শিঙ্গা বাজাবেন।

৩। সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী সত্ত্বা:
কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিচিত্তে বিদ্রোহী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে সমস্ত দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য নিজে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তেমনি জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস করেছেন। কবি জরাজীর্ণ পুরাতন সমাজ ও রীতিনীতি ভেঙে নতুন দেশ ও জাতি গড়তে তার কাব্যে ভাঙনের খেলা করেছেন।
কবি পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অন্যায়- অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছেন। কবিতায় ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধি চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। বিদ্রোহী কবিতায় ও দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত এদেশ দীর্ঘকাল শাসন, অন্যায়, অবিচার আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবি মনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

কবিতায় কবির এই বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ উচ্চকিত থাকবে যতদিন, তার ~~মূল~~ মূল উৎপাটিত হয়।

Scanned with CamScanner

৪। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিদ্রোহী কবিতার প্রাসঙ্গিকতা :
— বর্তমান সময়ে নানা রকম অসাম্যের ভীড়ে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি।

বিদ্রোহী কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ও তার অম্লান তাৎপর্যের কথা, অত্যাচারীর খড়্গ কৃপানের তলে। উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল, এই বাংলার আকাশে-বাতাসে আজও প্রতিনিয়ত ক্রন্দিত হচ্ছে। ব্যক্তিবাঙালি আর সর্বকালের সর্বপ্রান্তের ব্যক্তিমানুষের শক্তিমত্তার এই ~~[illegible]~~ জয়গান মূলত প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক এবং প্রতিকূলতাজয়ী মানবিক, সত্তার ইতিবাচক অগ্রগমনের প্রয়োজনে যুগে যুগে এই মূর্ত প্রতীক বার বার ভিন্ন অভিব্যক্তিতে আবির্ভূত হোক। বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহীর এই মঙ্গলশক্তির জয় হোক।

উপসংহার :
পরাধীন ভারতবর্ষে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। ধূমকেতুর মতোই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। দাসত্বের বিরুদ্ধে। শোষণ-শোষণে জর্জরিত জীর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সর্বপরি কবির বিদ্রোহ চেতনায় প্রবল অহমিকা প্রকাশিত হয়েছে।

শিরোনাম: বিদ্রোহী কবিতার আলোকে কবির বিদ্রোহী সত্তার স্বরূপ নির্ধারণ এবং বর্তমান সময়ে কবিতাটির প্রাসঙ্গিকতা।

১/ বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজেকে যে যে রূপে উপস্থাপন করেছেন:

"বিদ্রোহী কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য এশীয় পুরান ও ইতিহাসের আধার থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নজরুল এখানে প্রবল বিদ্রোহবাণী উচ্চারণ করেছেন। নজরুল বিদ্রোহ করেছেন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, শৃঙ্খল পরা আমিত্বের বিরুদ্ধে। এই কবিতা রচনার জন্য নজরুল 'বিদ্রোহী' কবির আখ্যা পেয়েছেন। এখানে নজরুল তার বিদ্রোহকে সম্পৃক্তকরণেই "আমি" সত্তাকে ব্যঞ্জনাময় করে-ছেন এবং নিজেকে অজেয় বলে উপলব্ধি করেছেন। তাইতো "বিদ্রোহী" আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করার লক্ষ্যে

(P.T.O)

Scanned with CamScanner

প্রথমেই কবির স্বরব।

ঘোষণা: 'বল বীর, বল উন্নত মম শির।

নজরুল এই কবিতার প্রথম স্তবকেই প্রত্যক্ষে উপস্থাপন করেছেন মহাবিশ্ব, মহাকাশ, চন্দ্রসূর্যগ্রহতারা, ভূলোক, খোদার আসন, বিশ্ববিধাত্রী, চির-বিস্ময়, রাজটীকা, রুদ্র ভগবান আর দীপ্ত জয়শ্রীর কথা, বক্তব্যের অনুযায়িত অনুক্রম অনুযায়ী কবিতাটিকে মোট দশটি স্তবকে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তবক 'আমি'-র শক্তিময়তার পাশাপাশি বিজয়ের প্রত্যয় নিনাদিত, আর এই বিজয়ের জন্য প্রয়োজন আঘাতকারীর, 'আমি'-র ধ্বংসাত্মক রূপ, যা কবিতাটির ১১ থেকে ২৭ পঙক্তি পর্যন্ত ধ্বনিত: "আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি, আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।

শক্তির উদ্বোধন ও সংহারচিত্রের পরই হঠাৎ শুরু হলো মিলনের নৃত্যপাগল ছন্দ ২৮ থেকে ৩৭ পঙক্তি পর্যন্ত আমি এমন এক মুক্ত জীবনানন্দ যে শত্রুর সাথে গলাগলি করে, আবার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। কিন্তু মিলনের এই-

(P.T.O.)

আকাঙ্ক্ষার পর পরবর্তী দুই পঙক্তিতে 'আমি' আবার মহামারি, ভীতি, শাসন-ত্রাসন ও সংহার রূপকে আবির্ভূত। তারপর ৪২ থেকে ৫১ সংখ্যক পঙক্তিতে আবার আছে উদ্দাম ইতিবাচকতা, হোমশিখা, উপাসনা, নিশাবসানের আকাঙ্ক্ষা। আর এই অংশের ৪১ তম পঙক্তিতেই আছে সেই জাদুকরী সরল স্বীকারোক্তি :

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণতূর্য।

২/ কবিতায় যেসব ঐতিহ্য ও পুরানের ব্যবহার করা হয়েছে :

এই কবিতার ছত্রে ছত্রে পৌরানিক রূপকের ব্যবহার এতোটাই যথার্থ যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। রূপকের প্রয়োগ দেখে যে কেউ আঁচ করতে পারবেন, গ্রীক আর ইন্ডিয়ান মিথের ওপর কবির কতোটা দখল ছিল। এই কবিতায় যেসব ঐতিহ্য ও পুরানের ব্যবহার করা হয়েছে তা ধাপে ধাপে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

(P.T.O)

Scanned with CamScanner

ভূলোক মানে পৃথিবী, দ্যুলোক মানে স্বর্গ, আর গোলক মানে বিষ্ণুলোক অথবা স্বর্গে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের বাসস্থান। কৃষ্ণ-রাধার বৃন্দাবন সেখানেই অবস্থিত, ঋগ্বেদে রুদ্র বজ্রের দেবতা, তাঁকে মিথের 'থর' এর মতো ক্ষেপে গেলে বজ্র ছুড়ে মারেন, ইনি ব্রহ্মার পুত্র, তার ক্রোধে নেমে আসে ধ্বংস আর মহামারী।

মহাদেব মহাপ্রলয়ের সময় তান্ডব নৃত্য নেচেছিলেন, গজাসুর ও কালাসুরকে বধ করতে তিনি তান্ডব নৃত্য নেচেছিলেন, এই তান্ডব নৃত্যকলার উদ্ভাবক হিসেবে তাকে নটরাজ বলা হয়। পৃথু ছিলেন অত্রি বংশের অত্যাচারী রাজা বেন এর পুত্র। রাজা বেন এর মৃত্যুর পর তার ডান বাহু থেকে পৃথুর জন্ম। প্রজা কল্যানার্থে পৃথু পৃথিবীকে বশ করেন। রাজত্বকে বলা হয় পৃথু।

চেঙ্গিশ খান ছিলেন মঙ্গোলিয়ান সম্রাট এবং দুর্ধর্ষ সমরনায়ক। যুবক চেঙ্গিসের স্ত্রীকে অপহরনকারী গোত্রকে নৃশংস ভাবে পরাস্ত করে স্ত্রীকে উদ্ধার করেন। এরপর অন্যান্য

(P.T.O)

যেখানে যোদ্ধাদের তরবারী ভূত করে আর্বিক বিশ্ব জয় করবেন।

ইসলাম বর্ষ মতে কেয়ামত বা মহাপ্রলয় শুরুর আগে ইস্রাফিল নামী ফেরেস্তা শৃঙ্গার বাজাবেন।

৩/ সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী সত্তা :

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার কাব্যচিত্তে বিদ্রোহী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ঘুমন্ত দেশ ও জাতিকে মুক্ত করবার জন্য নিজে যেমন বিদ্রোহ ঘোষনা করেছেন, তেমনি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। কবি জরাজীর্ন পুরাতন সমাজ ও রীতিনীতি ভেঙে নতুন দেশ ও জাতি গড়তে তাঁর কাব্যে ভাঙনের খেলা খেলছেন। কবি পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছেন। সমকালীন যুগ, তার রাজনৈতিক ঘূর্নাবর্ত, সংশয়, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, অবক্ষয় যুবকদের কবিসত্তা গড়ে তুলেছে। তাঁর কবিতায় উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। বিদ্রোহী কবিতায়ও

(P.T.O)

দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত এদেশ দীর্ঘকাল শাসন, শোষণ, অন্যায়, অবিচার আর বৈষম্যের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন থেকেছে, সমাজ সচেতন কবি এ সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচার এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কবিতায় কবির এই বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ উচ্চকিত থাকবে যতদিন না তার মূল উৎপাটিত হয়।

৪/ বিদ্রোহী কবিতার প্রাসঙ্গিকতা :

বর্তমান সময়ে নানা রকম অন্যায়ের ভীড়ে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ও তার অম্লান তাৎপর্যের কথা। উপনিবেশবাদের অবসান ঘটলেও বিশ্বায়নের শৃঙ্খল আর বনিতন্ত্রের শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার নির্যাতনসহ আর্থসামাজিক বৈষম্য সবকিছুই বলবৎ আছে। অত্যাচারীর খড়্গ কৃপানের তলে 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল' এই বাংলার আকাশ-বাতাসে আজও প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়। অন্যদিকে মানুষের শক্তির প্রতি, তার বীরত্বের প্রতি অনাস্থায়ও সমানভাবে অটুট। তাই নজরুলের ভাষায়,

(P.T.O)

শান্ত থাকার অবকাশ মিলছে না। চতুস্পর্শের প্রতিবাদহীন মেরুদণ্ডহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বিপুলভাবে কাম্য হয়ে উঠেছে 'উন্নত মম শির?' এর বজ্রদীপ্ত ঘোষনা।
শোষণ, পীড়ন আর বৈষম্য থেকে মুক্তির সংকল্প নিয়ে মানুষের অপরাজেয় শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে নজরুল-কথিত বিদ্রোহের রণে অবতীর্ণ হওয়ার যেন বিকল্প নেই।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালির জাতিরাষ্ট্রিক বিজয় দেখেছি, তাদের চোখে স্বদেশে ও স্বকালে নজরুলের 'বিদ্রোহী'র মূর্তিমান প্রতিকৃতির নাম ৭ই মার্চে ভাষণদানরত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি ঊর্ধ্বলোকে তর্জনী উঁচিয়ে সামষ্টিক বাঙালির স্বাধীনতা ঘোষনার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিমানুষের প্রাণমুক্ত বিদ্রোহী সত্তার বাস্তব অভিব্যক্তিকেই মূর্ত করে তুলেছেন।
বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালির জাতিরাষ্ট্রিক বিজয় দেখেছি ব্যক্তিবাঙালি আর সর্বকালের সর্বপ্রান্তের ব্যক্তিমানুষের শক্তি-সত্তার এই জয়গান মূলত প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক এবং

(P.T.O)

প্রতিকূলতাজয়ী মানবিক, শক্তিরই অনিবার্য স্বীকৃতি। মানুষের ইতিবাচক অগ্রগমনের প্রয়োজনে যুগে যুগে এই মূর্ত প্রতীক বার বার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তিতে আবির্ভূত হতে পারে। বিশ্বব্যাপী 'বিদ্রোহীর' এই মঙ্গলশক্তির জয় হোক।

উপসংহার: পরাধীন ভারতবর্ষে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। ধূমকেতুর মতোই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, দাসত্বের বিরুদ্ধে, শোষণ-শোষণে জর্জরিত জীর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার এই বিদ্রোহ সমাজের সর্বস্তরে বেয়ে চলেছে, সর্বোপরি কবির বিদ্রোহ চেতনায় প্রবল অহমিকা প্রকাশিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner